# প্রথম অধ্যায়
## বাংলা উচ্চারণ

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষার অর্থবহতা বা বোধগম্যতার ক্ষেত্রে উচ্চারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা ভাষার বানান এবং উচ্চারণের মধ্যে সবক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। বানান ও উচ্চারণের এই অসামঞ্জস্যতার কারণে অনেক শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা দেয়।
যেকোনো ভাষার উচ্চারণ নির্দেশের জন্য আইপিএ নামে (*Intrenational Phonetic Alphabet)* একধরনের বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষার উচ্চারণ বাংলা বর্ণমালা দিয়েও মোটামুটি নির্দেশ করা যায়। সুধীজন ও গণমাধ্যমে চর্চিত চলিত বাংলার সর্বজন গৃহীত একটি আদর্শ উচ্চারণ মানকে প্রমিত উচ্চারণ বলা হয়। বাংলাদেশে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত উচ্চারণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

এই অধ্যায়ের প্রশ্নসমূহ –
১। উদাহরণসহ 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ। ***
২। উদাহরণসহ আদ্য 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।
৩। উদাগরণসহ মধ্য 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম
৪। উদাহরণসহ অন্ত 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।
৫। উদাহরণসহ বাংলা 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ। ***
৬। উদাহরণসহ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।
৭। উদাহরণসহ ম- ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।
৮। উদাহরণসহ য- ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।

প্রশ্নোত্তর
প্রশ্ন: উদাহরণসহ 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।
উ: ১। আদ্য 'অ'-এর পরে ই/ ঈ/ উ/ ঊ ধ্বনি থাকলে সেই 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' হয়। যেমন: অভিধান- ওভিধান্ , অতি – ওতি (ই-কার) নদী- নোদি (ঈ-কার), মধু-মোধু , অনুরোধ -ওনুরোধ্ (উ-কার) বধূ- বোধু , ময়ূর- মোয়ুর, (ঊ-কার)

২। মধ্য 'অ' -এর পরে ই/ ঈ/ উ/ ঊ থাকলে সেই 'অ' -এর উচ্চারণ 'ও' হয়। যেমন: কাকলি-কাকোলি, জলধি- জলোধি (ই-কার) সুমতি-শুমোতি, অতনু- অতোনু (উ-কার)

৩। মধ্য ' অ '-এর পরে য ফলা থাকলে সেই 'অ' -এর উচ্চারণ 'ও' হয়।
যেমন: অদম্য- অদোম্মো , আলস্য-আলোশ্শো ।

৪। মধ্য 'অ' -এর পূর্বে অ, আ, এ, ও থাকলে সেই 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ 'ও' হয়।
যেমন: কমল-কমোল ( পূর্বে- অ ), কানন-কানোন (পূর্বে -আ ), বেতন-বেতোন (পূর্বে-এ), ওজন-ওজোন ( পূর্বে-ও )
৫। অন্ত "অ' -এর পূর্বে ◌ং/ ◌ঃ থাকলে সেই 'অ' 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন: অংশ-অঙ্শো, বংশ-বঙ্শো, দুঃখ-দুক্খো।

প্রশ্ন: উদাহরণসহ বাংলা 'এ ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লিখ।

১। আদ্য 'এ' পরে অ/আ থাকলে সেই 'এ' 'অ্যা' রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন: এক-অ্যাক, একা-অ্যাকা, কেন-ক্যানো।

২। অন্ত 'এ' -এর উচ্চারণ অবিকৃত 'এ ' হয়।
যেমন: পথে, ঘাটে, মাঠে।

৩। একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ ' -এর উচ্চারণ অবিকৃত 'এ ' হয়।
যেমন: কে, সে, যে, রে।
৪। এ-কার যুক্ত ধাতুর সঙ্গে আ প্রত্যয় যুক্ত হলে সেই 'এ'- এর উচ্চারণ অ্যা হয়।
যেমন: খেলা (খেল+আ) খ্যালা, ঠেলা (ঠেল+আ) ঠ্যালা, বেলা (বেল=আ) ব্যালা।

৫। ই-কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপাদিকের সঙ্গে আ প্রত্যয় যুক্ত থাকলে সেই 'এ' এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।
যেমন: শেখা (শিক+আ) শেখা, মেশা (মিশ+ আ) মেশা, লেখা (লিখ+আ) লেখা।